162

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 12 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

সামনে টেস্ট, স্কুল ফাইনাল ■ ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক উদ্বিগ্ন

বন্যার পর হরতাল ॥ শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

শরিফুজ্জামান পিন্টু

স্মরণকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর রাজনৈতিক কর্মসূচীর কবলে পড়েছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। বছরের শেষ দিকে পরীক্ষা মৌসুমে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হওয়ায় পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। প্রায় আড়াই মাসের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় দেশের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীরা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার যে চেষ্টা শুরু য়েছিল তাও থেমে যাবার উপক্রম হয়েছে রতালের মতো নেতিবাচক রাজনৈতিক র্মসূচীর কারণে।

শের প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসসি পরীক্ষার্থীদের টেস্ট পরীক্ষা শুরু য়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে এসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ শেষ করতে আর তা করতে হলে নবেম্বরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা দেখা ও ফল করতে হবে। হরতালের মতো কর্মসূচী অব্যাহত থাকলে এই সময়ের মধ্যে এসব কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলে কয়েকজন শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেছেন। দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখনও সিলেবাস শেষ হয়নি। বন্যা, হরতালসহ বিভিন্ন কারণে শিক্ষাবছরের তিনভাগের একভাগ সময় অপচয় হয়েছে। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলে ও বন্যার্ত জেলাসমূহে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি। শিক্ষকদের ধারণা ছিল সিলেবাস মোটামুটিভাবে শেষ করে একসাথে বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। দেশের অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে। কোনমতে সিলেবাস শেষ করে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেবার উপযোগী করার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সিলেবাস শেষ না করেই এ বছর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর নতুন ক্লাসে উঠতে হবে। অনেক স্কুলে শিক্ষকরা বলে দিয়েছেন যে সিলেবাস শেষ না হলেও যতটুকু পড়া হয়েছে তার মধ্য থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হবে। এর ফলে যতটুকু পড়া হয়নি তা শিক্ষার্থীরা কোনদিনই পড়বে না।

এদিকে পড়াশোনার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় রমজান মাসে স্কুল খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এর সুফল শিক্ষার্থীরা কতটা পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষকরা কতটা পড়াতে ও শিক্ষার্থীরা কতটা পড়তে পারবে তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। তবে আর কোন হরতাল না হলে এবং পুরো রমজান মাসে ক্লাস ও পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হলে পড়াশোনার ক্ষতি অনেকটা পুষিয়ে নেয়া এখনও সম্ভব বলে কয়েকজন শিক্ষক অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রাজধানীর মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে কোন মন্তব্য করব না। এমনিতেই বন্যার কারণে শিক্ষার্থীদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে। এখন পরীক্ষা মৌসুমে হরতালের মতো কর্মসূচী এ ক্ষতি বহুগুণে বৃদ্ধি করবে। উক্ত শিক্ষক জানান, স্কুলে শুরু হওয়া টেস্ট পরীক্ষা হরতালের কারণে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা রয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের টেস্ট পরীক্ষাও হরতালের কারণে স্থগিত রয়েছে। আগামী ২৪ নবেম্বর থেকে এ স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হবার কথা। খুলনার রোটারী স্কুলের ছাত্র ও টেস্ট পরীক্ষার্থী মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম রুবেল মঙ্গলবার জনকণ্ঠে ফোন করে জানতে চায় আরও হরতাল হবে কিনা। সে জানায়, সুষ্ঠুভাবে এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। সে আরও জানায়, পরীক্ষা পিছানোর ফলে একজন পরীক্ষার্থী যে কত বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা সে ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

STICS
SHEET — OF — SHEETS
SYSTEM